বিজ্ঞান বিষয়টা সঠিকভাবে বোঝার জন্য এবারে দুজন বিজ্ঞানীর দুটি আবিষ্কারের কথা বলা যাক। একজন বিজ্ঞানীর নাম পৃথিবীর সবাই জানে আর অন্যজনকে দেখলে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না যে তিনি একজন বিজ্ঞানী, তার কথা জানে শুধু আমাদের দেশের অল্প কিছু মানুষ।

স্যার আইজাক নিউটন

স্যার আইজাক নিউটনের কথা কে না জানে, বিজ্ঞানের

অনেক বিষয়ে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার রয়েছে কিন্তু

এখানে তুলনামূলকভাবে একটি সহজ আবিষ্কারের কথা

বলা যাক। তিনি বলেছিলেন, সূর্যের আলোকে আপাতত

রংহীন মনে হলেও এটি আসলে অনেকগুলো রং দিয়ে

তৈরি। বিজ্ঞানী নিউটন যে সময়ে বিজ্ঞান নিয়ে কাজ

করেছেন সেই সময়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সেরকম প্রচলন

হয়নি। একজন বিজ্ঞানী কোনো তত্ত্ব দিলে সবাই মিলে

সেটা নিয়ে আলোচনা করে বের করার চেষ্টা করতেন

তত্ত্বটি সঠিক না ভুল।

বিজ্ঞানী নিউটন শুধু তাঁর তত্ত্ব দিলেন না, একটি প্রিজম

দিয়ে সূর্যের আলোকে ভাগ করে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন রঙের

বিশ্লেষণ করে দেখালেন। তিনি এটি করেই থেমে গেলেন

না, আরেকটি প্রিজম দিয়ে সাতটি রংকে একত্র করে

আবার বর্ণহীন করে দেখালেন!

পরীক্ষা করে একেবারে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেখানোর ফলে বিজ্ঞানী নিউটনের তত্ত্বটি মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না।

হরিপদ কাপালী

হরিপদ কাপালী ছিলেন ঝিনাইদহ এলাকার একজন

সাধারণ চাষি। তিনি তাঁর ক্ষেতে ইরি ধান লাগিয়েছেন,

সেই ক্ষেতের ধান পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ করে

দেখলেন, কিছু গাছ তুলনামূলকভাবে বড় এবং

সেখানে ধানের ফলন হয়েছে বেশি। হরিপদ কাপালী

একজন কৃষক হলেও তিনি আসলে বিজ্ঞানী, তাই

সেই ধানগুলো অন্য ধানের সাথে মিশিয়ে না ফেলে

সেগুলো আলাদা করে ফেললেন। তার বীজকে আলাদা

করে করে সেগুলো আবার নতুন করে লাগালেন, তিনি

দেখতে চাইলেন আসলেও সেগুলো উচ্চ ফলনশীল কি

না। দেখা গেলো সেগুলো বেশ বড় হলো এবং অনেক

বেশি ধানের ফলন হলো।

খাঁটি বিজ্ঞানীরা স্বার্থপর হন না, তাঁরা সবার জন্্য কাজ করেন। হরিপদ কাপালীও তাঁর ধানের বীজ অন্যদের বপন করতে দিলেন এবং দেখতে দেখতে সেই এলাকার সকল চাষি উচ্চ ফলনশীল ধান পেতে লাগল!

বিজ্ঞানী হরিপদ কাপালীর এই আবিষ্কারের কথা লোোকমুখে অন্যরা জেনে যাওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করে। তাঁর ধানের নাম দেওয়া হয় হরি ধান, দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁকে পদক দিয়ে সম্মানিত করে এবং পাঠ্যবইতে তাঁর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা লেখা হয়।

তোমাদের এই দুজন বিজ্ঞানীর কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে বোঝানোর জন্য যে, বিজ্ঞান আসলে শুধু বড় বড় ল্যাবরেটরি এবং দক্ষ অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের জন্য নয়। একজন সাধারণ মানুষের যদি অনুসন্ধিৎসু মন থাকে তাহলে তিনিও বিজ্ঞানে অবদান রাখতে পারেন।